গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কার্যালয়, রাজশাহী
(প্রশাসন শাখা)
rajshahi.judiciary.gov.bd

আদেশ নং- ৮৬ /২৫-জি,

তারিখঃ ১২ আষাঢ় ১৪৩২ / ২৬ জুন ২০২৫

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপন অন্তে প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন।

উক্ত প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা সেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মচারী আইন ও বিধি মোতাবেক কার্য সম্পাদন না করিয়া বরং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত চার মাস সাতাশ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন যাহা ২০১৮ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অপরাধ "অসদাচরণ" বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি সেখানে আরো সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে।

অভিযুক্ত কর্মচারী কর্তৃক দাখিলী কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দুইটি পর্যবেক্ষণ করিলাম। উক্ত পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তিনি সেখানে তাহার মাতার অকাল মৃত্যুতে মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলার দাবী করিয়াছেন। কিন্তু একজন মানুষ/ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিলে তাহার পক্ষে তাহা অনুধাবন করার প্রশ্ন উঠে না; তাহা তাহার পরিবারের সদস্যবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের অনুধাবন করার কথা। কিন্তু তিনি তাহার উক্ত দাবীর সমর্থনে অবগত তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা কোন আত্মীয়-স্বজনকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন নাই। এমনকি তিনি রাষ্ট্রপক্ষের কোন সাক্ষীকে জেরা ও করেন নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছেন।

অভিযুক্ত কর্মচারী ভারপ্রাপ্ত জজ, নেজারত বিভাগ বরাবর কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল কালে তাহার মানসিক অসুস্থ্যতার সমর্থনে কোন চিকিৎসাপত্র বা তৎ সম্পর্কিত কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। তবে তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর প্রদত্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল কালে চার পাতার (পৃষ্ঠার) ডাক্তারী কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন।

উক্ত কাগজপত্রসহ মামলার নথি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তিনি মামলা চলাকালীন সময়ে চিকেন পক্সে আক্রান্ত হইয়া রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হইতে চিকিৎসা গ্রহণ করিলে ও তাহার দাবীকৃত মানসিক অসুস্থ্যতার জন্য উক্ত হাসপাতাল হইতে চিকিৎসা গ্রহণ না করিয়া রাজশাহীর "জামান প্যাথলজী"র একজন মনো চিকিৎসকের নিকট হইতে চিকিৎসা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রেসক্রিপশন দাখিল করিয়াছেন। অথচ তিনি উক্ত চিকিৎসককে ও সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন নাই। ফলে তাহার উক্ত কাগজপত্রকে আইনগতভাবে তাহার মানসিক অসুস্থ্যতা সংক্রান্ত ডাক্তারী কাগজপত্র হিসাবে গ্রহণ করার কোন আইনগত সুযোগ নাই। তথাপি ও উক্ত প্রেসক্রিপশনসমূহ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক সেখানে অভিযুক্ত কর্মচারীর সমস্যাকে "Depression disorder" হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যাহাকে কোনভাবেই গুরুতর মানসিক অসুস্থ্যতা হিসাবে বিবেচনা করার সুযোগ নাই। ফলে উপরোল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা হইতে ইহা স্পষ্টত:ই প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত কর্মচারী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে বাঁচার হীন উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে উক্ত চিকিৎসকের যোগ-সাজশে উক্ত ডাক্তারী কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কোন প্যাথলজীকে সরকার অনুমোদন দেয় প্যাথলজীক্যাল টেস্ট করিবার জন্য; বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নহে। কাজেই অভিযুক্ত কর্মচারী কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্রকে কোনভাবেই তাহার মানসিক অসুস্থ্যতার প্রমাণপত্র হিসাবে গ্রহণ করার কোন আইনগত সুযোগ নাই।

অন্য দিকে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী রাজশাহী জেলা জজ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত নাজির জনাব মোঃ জয়দুল ইসলামের সাক্ষ্য ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে অভিযুক্ত কর্মচারীর দাখিলী জবাবের মধ্যে এক অপূর্ব মিল রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ও তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারী সম্পর্কে কিছুটা মানহানিকর সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাহার কারণ হইল এই যে, অভিযুক্ত কর্মচারীকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য তিনি একাধিকবার নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জোর তদ্বীর করিয়াছিলেন যাহা নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি একাধিক বেআইনী ও বিধি বহির্ভূত কার্যের সহিত জড়িত থাকায় এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর প্রাণহানিকর কার্য সংঘটনের চেষ্টা করায় তাহাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিলে তিনি স্বেচ্ছা অবসরে যাইতে বাধ্য হন। আর সেই অনুরাগে ও অভিযুক্ত কর্মচারীর সহিত যোগ-সাজশ থাকায় তিনি তাহাকে অপরাধের দায় হইতে বাঁচানোর জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার প্রতিবেদনে

অভিযুক্ত কর্মচারীর আইনগত করণীয় সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন যে, অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে।

উপরোল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মচারী যে অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত গুরুতর প্রকৃতির। কারণ তিনি তাহার নিয়োগকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রচলিত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলে এহেন একজন দুর্বিনীত ও আইন ভঙ্গকারী কর্মচারীকে দয়া প্রদর্শনের কোন কারণ বা সুযোগ না থাকায় একটি কার্যকর বিচার-প্রশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তাহাকে ২০১৮ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(খ) বিধির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতঃ একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধির বিধান অনুযায়ী লঘু দন্ড হিসাবে তাহার বেতন বৃদ্ধি এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অভিযুক্ত কর্মচারী কর্তৃক নিম্নস্বাক্ষরকারীর কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তিনি যেকোন ধরণের ছুটি প্রার্থনা করিয়াছেন। ফলে ১৯৫৯ সনের নির্ধারিত ছুটি বিধিমালার ৯(৩)(১) বিধির বিধান মোতাবেক তাহার কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিত কালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি (Extraordinary leave without pay) হিসাবে গণ্য করার ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

রাজশাহী জজশীপের জারীকারক জনাব মোঃ ইমন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২০১৮ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধির বিধান মোতাবেক তাহার বেতন বৃদ্ধি এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার শাস্তি প্রদান করা হইল।

একই সাথে, ১৯৫৯ সনের নির্ধারিত ছুটি বিধিমালার ৯(৩)(১) বিধির বিধান মোতাবেক বিগত ০৩/৭/২০২৪ হইতে ৩০/১০/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত তাহার অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতিকালীন চার মাস সাতাশ দিন সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি (Extraordinary leave without pay) হিসাবে মঞ্জুর করা গেল।

এই আদেশ আগামী ০১/৭/২০২৫ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

অফিস আদেশ ইস্যু করা হউক।

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হউক।

২৬/৬/২০২৫

(গোলক চন্দ্র বিশ্বাস),
সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ,
সার্ভিস আইডি নং- ১৯৯৪১১৩০২২,
রাজশাহী।

স্মারক নং- ২২৯ /২৫-জি ,

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪৩২ / ২৬ জুন ২০২৫

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হইল:

১। মাননীয় সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা,
২। মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা,
৩। ভারপ্রাপ্ত জজ, নেজারত বিভাগ, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, রাজশাহী,
৪। ভারপ্রাপ্ত জজ, হিসাব বিভাগ, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, রাজশাহী,
৫। বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রাজশাহী,
৬। জনাব মোঃ ইমন চৌধুরী, জারীকারক, নেজারত বিভাগ, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, রাজশাহী ও
৭। অফিস কপি।

(মোঃ ফজলে রাব্বী),
প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
জেলা ও দায়রা জজ আদালত,
রাজশাহী